ফর্ম নং. জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মহামান্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মহামান্য বিচারপতি মো. শব্বর রাশিদি

২০১৬ সালের ডব্লিউ পি. এস টি ১৪৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

বনাম

অশোক রঞ্জন চন্দ্র

রাজ্য/রিট আবেদনকারীদের জন্যঃ

শ্রী তপন কে. মুখার্জি, প্রবীণ আইনজীবী এবং বিজ্ঞ এ. জি. পি.
শ্রী পিনাকি ঢোলে, আইনজীবী
শ্রী সোমনাথ নস্কর, আইনজীবী

উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে শ্রী কানাইলাল সামন্ত, আইনজীবী

শ্রী মিলন কুমার মাইতি, আইনজীবী

উত্তরদাতা নং ৫-এর পক্ষে শ্রী সুমন বসু আইনজীবী ,

শুনানি **০৪.১০.২০২৩**

রায় **০৪.১০.২০২৩**

বিচারপতি দেবাংশু বসাক :-

১. রিট পিটিশনটি রাজ্যের নির্দেশে করা হয়েছে। রাজ্য ১২ই জুন, ২০১৫ তারিখের একটি আদেশ জারি করেছে যা বিদ্বান ২০১৪ সালের ও. এ. ১৩৫৮-এ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল দ্বারা পাস করা হয়েছে।

২. বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে (২০১৫) সুপ্রিম কোর্টের ৪টি মামলা ৩৩৪ [পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম রফিক মাসিহ (হোয়াইট ওয়াশার) এবং অন্যান্যরা/- প্রদত্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতার অধিকার থেকে কেটে নেওয়া টাকা ১,২০,৮২৮ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

৩. রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের আদেশ এবং বেসরকারী বিবাদীর জবাব অনুসারে রাষ্ট্র কর্তৃক দাখিল করা সম্পূরক হলফনামার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তিনি দাখিল করেছেন যে, বেসরকারী বিবাদীকে ১৭ জুন, ১৯৮৬ তারিখে অ্যাডহক ভিত্তিতে গ্রুপ-ডি কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে অস্থায়ী ভিত্তিতে সহকারী ক্যাশিয়ার হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। ৯ জুন, ১৯৯৮ তারিখে তাকে পিয়নের মূল পদে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছিল। ৯ জুন, ১৯৯৮ তারিখের প্রত্যাবর্তনের আদেশকে বেসরকারী বিবাদী ১৯৯৮ সালের O.A.3124 ট্রাইব্যুনালে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ৩ জুন, ১৯৯৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ট্রাইব্যুনাল প্রত্যাবর্তনের আদেশ বাতিল করে দেয়। ট্রাইব্যুনালের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য ১৯৯৯ সালের WPST ১ এর মাধ্যমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। ১৮ আগস্ট, ১৯৯৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট রিট আবেদনটি মঞ্জুর করে এবং ১৮ আগস্ট, ১৯৯৯ তারিখের আদেশ বাতিল করে।

৪. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, বেসরকারী উত্তরদাতা তাঁর বেতন সম্পর্কিত লিখিতভাবে দুটি অঙ্গীকার দিয়েছেন। তিনি সম্পূরক হলফনামা উল্লেখ করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে, বেসরকারী উত্তরদাতা ৩১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ এবং ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২-এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি জমা দিয়েছেন যে, বেসরকারী উত্তরদাতা, রাজ্যের সম্পূরক হলফনামা সম্পর্কিত তাঁর হলফনামায়, বিতর্ক করেননি যে দুটি উদ্যোগে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার স্বাক্ষর তাঁর ছিল। তিনি জমা দিয়েছেন যে, কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত উত্তরদাতার কাছে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের বিষয়ে ৩ অক্টোবর, ২০১২ তারিখের একটি আদেশ পাস করেছে।এই ধরনের আদেশ বেসরকারী উত্তরদাতার কাছে জানানো হয়েছিল যা ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দ্বারা জারি করা ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের অঙ্গীকার থেকে উপস্থিত হবে।

৫. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী নির্ভর করেন (১৯৯৯) ২ কলকাতা হাইকোর্ট নোট ৩৮৭ (রাজ্য)পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য বনাম অশোক রঞ্জন চন্দ্র)

এই যুক্তিটির সমর্থন, যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে তার মূল পিওন পদে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৬. যতদূর ওভারড্রয়াল উদ্বিগ্ন, শিখেছি রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বরিষ্ঠ আইনজীবী একটি অপ্রতিবেদিত উপর নির্ভর করে2 আগস্ট, ২০২৩ তারিখের এই আদালতের রায় ডব্লিউ পি. এস টি এ পাস হয়েছে ২০২৩ সালের ১2 **(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম শ্রী সউমেন ব্যানারজি এবং অন্যান্য), (২০১৬) ১৪ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ২৬৭ (পাঞ্জাব উচ্চ আদালত এবং হরিয়ানা এবং অন্যান্য বনাম জাভেদ সিং),(২০১২)৮ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৪১৭ (চণ্ডী প্রসাদ উনিয়াল এবং অন্যান্য বনাম উত্তরাখন্দ রাজ্য এবং অন্যান্য), (২০১৫) ৪ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৮৮৩ [পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম রফিক মাসিহ (হোয়াইট ওয়াসার)]**

৭. রফিক মস্ত (হোয়াইট ওয়াশার) (I) (উপরে)-র কথা উল্লেখ করে, রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে চন্ডী প্রসাদ উনিয়াল (উপরে) সুপ্রিম কোর্টের দুটি পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষকে ওভারড্রয়াল বিষয়ে বিবেচনা করেছেন। তিনি রফিক মস্ত জমা দিয়েছেন যে,(হোয়াইট ওয়াশার) (I) (উপরে) সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে (১৯৯৪) ২

এস. সি. সি ৫২১ (শ্যাম বাবু ভার্মা বনাম ভারত ইউনিয়ন) এবং ১৯৯৫ (১) এস. সি. সি ১৮ (সাহেব রাম বনাম হরিয়ানা রাজ্য) ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে অনুবাদ করা হয়েছিল যেখানে চণ্ডী প্রসাদ উনিয়াল (উপরে) ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ এর অধীনে ছিল।

৮. তিনি বলেন যে, তাই চন্ডী প্রসাদ উনিয়াল (উপরে)-তে নির্ধারিত অনুপাত বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা উচিত।

৯. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা দুটি অঙ্গীকার দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী বাধ্য। রিট আবেদনকারীকে, তাই, ট্রাইবুনেলের বিতর্কিত আদেশ দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষাটি মুছে ফেলা উচিত নয়। উপরন্তু, ট্রাইবুনেল রাজ্যকে হলফনামা দাখিল করার সুযোগ না দিয়ে বিতর্কিত আদেশটি পাস করে।

১০. বেসরকারী উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল জমা দিয়েছেন যে, বেসরকারী উত্তরদাতা ১৯৯৪ সালের ২১শে অক্টোবর এবং তার পর থেকে সহকারী ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন যতক্ষণ না তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা জড়িত ছিলেন না নির্ধারণ এবং বেতন অনুদানের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা হলেন

একটি গ্রুপ-ডি কর্মী এবং রফিক মাসিহ (হোয়াইটওয়াশার)-২ (উপরে)-এর ভিত্তিতে ওভারড্রয়াল আদায় করা উচিত নয়।

১১. সম্পূরক হলফনামার সাথে সংযুক্ত নথিগুলির উল্লেখ করে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, ৩১শে মার্চ, ২০০৯ তারিখের প্রথম আন্ডারটেকিংটি আকৃষ্ট হয় না কারণ ব্যক্তিগত উত্তরদাতার বেতন নির্ধারণে কোনও ভূমিকা ছিল না। রফিক মস্ত (হোয়াইটওয়াশার)-২ (উপরে)-এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে কথিত অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে না।

১২. ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, ৩রা অক্টোবর, ২০১২ তারিখের আদেশটি কখনই ব্যক্তিগত উত্তরদাতার উপর জারি করা হয়নি। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা পরিষেবা বইয়ে কোনও স্বাক্ষর স্থাপন ও সাবস্ক্রাইব করেননি। তাই পরিষেবা বইয়ে কোনও এন্ট্রি ব্যক্তিগত উত্তরদাতার বিরুদ্ধে রাখা যাবে না।

১৩. ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের অঙ্গীকারপত্রের উল্লেখ করে, বেসরকারী বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, যদিও এতে প্রদর্শিত স্বাক্ষরটি বেসরকারী বিবাদীর, তার মক্কেল এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত নন।

এর মধ্যে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা তার নয়। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা একজন পিওন ছিলেন এবং এই ধরনের চিঠি লিখতে অক্ষম ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দায়ের করা হলফনামায় বিশেষত ৯ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন। তিনি জমা দিয়েছেন যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার এমন কোনও অঙ্গীকারের দ্বারা আবদ্ধ হওয়া উচিত নয় যা রাজ্য দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল যখন ব্যক্তিগত উত্তরদাতা অবসর নিতে যাচ্ছিলেন।

১৪. ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত উকিল জমা দেন যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা **রফিক মাসিহ (হোয়াইটওয়াশার) (২য়) (উপরে**) দ্বারা নির্ধারিত অনুপাত দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা হলেন একটি গ্রুপ-ডি কর্মী এবং তথাকথিত অতিরিক্ত প্রত্যাহার ব্যক্তিগত উত্তরদাতার অধিকারের বিরুদ্ধে সামঞ্জস্য করা উচিত নয়, বিশেষত যখন, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৫. আদালতে উপলব্ধ নথিপত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, বেসরকারি বিবাদীকে ১৭ জুন, ১৯৮৬ তারিখে বাণিজ্যিক কর পরিচালকের অধীনে অস্থায়ী ভিত্তিতে গ্রুপ-ডি কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাকে ২১ অক্টোবর, ১৯৯৪ থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে সহকারী ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল এবং সহকারী ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদনের সময়কালের জন্য সহকারী ক্যাশিয়ার পদের ক্ষেত্রে স্কেল প্রদান করা হয়েছিল।

১৬. ১৯৯৮ সালের ৯ই জুন তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে তাঁর মূল পিওন পদে ফিরিয়ে আনা হয়। এই অফিসের আদেশটি ১৯৯৮ সালের একটি মূল আবেদনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল যা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ৩রা জুন, ১৯৯৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল। ৯ই জুন, ১৯৯৮ তারিখের প্রত্যাহারের আদেশটি বাতিল করা হয়েছিল। রাজ্য ১৯৯৯ সালের ডব্লিউ. পি. এস. টি-তে হাইকোর্টের সামনে ট্রাইব্যুনালের ৩রা জুন, ১৯৮৯ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যা ১৮ই আগস্ট, ১৯৯৯ তারিখের রায় এবং আদেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যা অশোক রঞ্জন চন্দ্র (উপরে)-তে রিপোর্ট করা হয়েছিল।

১৭. পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (বেতন ও ভাতার সংশোধন) বিধিমালা, ২০০৯ কার্যকর হয়েছে। বেসরকারী উত্তরদাতা ২০০৯ সালের বিধিমালা অনুযায়ী দ্বিতীয় তফসিলের অংশ এ-এর অধীনে একটি বিকল্প জমা দিয়েছেন এবং ২০০৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সংশোধিত বেতন কাঠামোর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ফর্মটি ৩১শে মার্চ, ২০০৯ তারিখের এবং এতে নিম্নলিখিত ঘোষণা রয়েছেঃ-

"আমি এতদ্বারা অঙ্গীকার করছি যে, সংশোধিত বেতন কাঠামোতে ভুল বেতন নির্ধারণের কারণে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য পরিমাণের চেয়ে বেশি অর্থ নেওয়া হলে, অতিরিক্ত অর্থ তোলার বিষয়টি আমার নজরে আসার সাথে সাথেই আমি সরকারকে ফেরত দেব"

১৮. তাঁর নির্বাচন এবং উপরে উল্লিখিত বিকল্পের ফর্ম জমা দেওয়ার পরে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতার ক্ষেত্রে বেতন ৩ অক্টোবর, ২০১২ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা স্থির করা হয়েছিল।

১৯. ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দ্বারা ওভারড্রন করার জন্য তিনটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য মোট টাকা ১,২০,৮২৮ গণনা করেছে।

২০. ব্যক্তিগত উত্তরদাতা ২০১৩ সালের ৩০শে জুন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি চিঠি জমা দেন যাতে অতিরিক্ত টাকা তোলার পরিমাণ এবং তার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়। এই চিঠিতে তিনি তাঁর অবসর গ্রহণের সময় প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির পরিমাণ থেকে এই পরিমাণ টাকা কেটে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ফলস্বরূপ, কর্তৃপক্ষ তাঁর অতিরিক্ত টাকা তোলার গ্রহণযোগ্যতা এবং সামঞ্জস্যের অনুরোধের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে।

২১. ব্যক্তিগত বিবাদী ২০১৪ সালের OA ১৩৫৮ এর মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছিলেন,

যেখানে বিতর্কিত আদেশটি পাস করা হয়েছিল। ট্রাইব্যুনালের সামনে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা সুদ সহ কেটে নেওয়া গ্র্যাচুইটির পরিমাণ ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

২২. এই ধরনের বাস্তব প্রেক্ষাপটে, অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের বিষয়ে বারে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে হয়।

২৩. অশোক রঞ্জন চন্দ্র (উপরে) সহকারী ক্যাশিয়ারের পদ থেকে বেসরকারী উত্তরদাতাকে পিওনের পদে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশের বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত। এটি কোনও অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের বিষয়ে কথা বলে না এবং এই জাতীয় বিষয়ে নীরব থাকে।

২৪. শ্রীযুক্ত সৌমেন ব্যানার্জি এবং আরেকজন (উপরে) মামলায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বেতন নির্ধারণের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁর রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয় এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তিনি অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেবেন। তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। দেওয়ানি আদালত তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। তাঁর উত্তরাধিকারী অতিরিক্ত টাকা কেটে নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার পরে মৃত্যুর সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করে নেন।

২৫. শ্রীযুক্ত সৌমেন ব্যানার্জি এবং আরেকজন (উপরে) রফিক মাসিহ (হোয়াইটওয়াশার) (দ্বিতীয়) (উপরে) এবং চণ্ডী প্রসাদকে উল্লেখ করেছেন উনিয়াল এবং অন্যান্যরা (উপরে) এবং রফিক মাস্ত (হোয়াইট ওয়াশার)

(I) (উপরে)। সেই মামলার তথ্যে বলা হয়েছিল যে, চন্ডী প্রসাদ উনিয়াল এবং অন্যান্যরা (সুপ্রা), রফিক মস্ত (হোয়াইট ওয়াশার) (২য়) (উপরে) এবং সেই মামলার তথ্যে বলা হয়েছিল যে, চন্ডী প্রসাদ উনিয়াল এবং অন্যান্যরা (উপরে), রফিক মাসিহ (হোয়াইট ওয়াশার)-২য় (উপরে) সেই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলেন না এবং যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা বৈধ ছিল।

২৬. চণ্ডী প্রসাদ উনিয়াল (উপরে) মনে করেন যে, অনিয়মিত/ভুল বেতন নির্ধারণের কারণে প্রদত্ত অর্থ প্রাপকদের কাছ থেকে সর্বদা আদায় করা যেতে পারে।

২৭. রফিক মাসিহ (হোয়াইটওয়াশার)-১ (উপরে) একটি অংশে শাম বাবু ভার্মা (উপরে) এবং সাহেব রাম (উপরে) এবং অন্যদিকে চন্ডী প্রসাদ উনিয়াল (উপরে)-এর মধ্যে তথাকথিত মতবিরোধের বিষয়ে একটি রেফারেন্স। এটি মনে করা হয় যে শাম বাবু ভার্মা (উপরে) এবং সাহেব রাম (উপরে) ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং চন্ডী প্রসাদ উনিয়াল (উপরে) ১৪১ অনুচ্ছেদের অধীনে ছিল।

২৮. এরপর, রফিক মাসিহ (হোয়াইটওয়াশার)-২ (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশ দেয় -

''১৮. পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কর্মচারীদের পরিচালিত করতে পারে এমন সমস্ত কষ্টের পরিস্থিতি অনুমান করা সম্ভব নয়, যেখানে নিয়োগকর্তা ভুল করে তাদের কর্মসংস্থানের চেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করেছেন। যাই হোক না কেন, উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর ভিত্তি করে, আমরা একটি প্রস্তুত রেফারেন্স হিসাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তসার করতে পারি, যেখানে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা পুনরুদ্ধার আইনত অগ্রহণযোগ্য হবে;

i) শ্রেণীর কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পরিষেবা (অথবা বিভাগ সি এবং বিভাগ ডি পরিষেবা)।

ii) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বা এক বছরের মধ্যে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের আদেশ।

iii) কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার, যখন পুনরুদ্ধারের আদেশ জারি হওয়ার আগে পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

iv) যেসব ক্ষেত্রে একজন কর্মচারীকে 'ভুলভাবে উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয়েছে, যদিও তাকে 'নিম্নতর পদে' কাজ করতে বলা উচিত ছিল, সেই ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার।

v) অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে, যেখানে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় করা হলে, তা অন্যায়, কঠোর বা স্বেচ্ছাচারী হবে, যা নিয়োগকর্তার আদায়ের অধিকারের ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

২৯. জগদেব সিং (উপরে)-তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন একজন দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) যিনি অতিরিক্ত দেয়াওনি জজ পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি কেটে নেওয়া হয় এবং পরে দাবি করা হয়। এই প্রসঙ্গে, সুপ্রিম কোর্ট রফিক মস্ত (হোয়াইটওয়াশার)-২ (উপরে)-কে লক্ষ্য করার পরে জানতে পেরেছিল যে, ১৮ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (ii) সেই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৩০. বিতর্কিত আদেশে ট্রাইব্যুনাল রফিক মাস্ত (হোয়াইটওয়াশার) (২য়) (উপরে)-কে নির্দেশ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, গ্র্যাচুইটি থেকে অতিরিক্ত ড্রয়ালের পরিমাণ কর্তন অনুমোদিত ছিল না এবং তাই ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৩১. রফিক মাসিহ (হোয়াইটওয়াশার) (২য়) (উপরে) এমন কয়েকটি পরিস্থিতির তালিকা তৈরি করেছে যেখানে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা পুনরুদ্ধার অগ্রহণযোগ্য হবে। তবে, এটি এমন একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে না যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দ্বারা করা একটি অঙ্গীকারের ভিত্তিতে বেতন নির্ধারণ পেয়েছিলেন। রফিক মাসিহ (হোয়াইটওয়াশার) (২য়) (উপরে)-তে কর্মচারীরা কোনও ভুল জমা দেওয়ার জন্য দোষী ছিলেন না তথ্য এবং যে অর্থ প্রদান কোনও এর কারণে হয়নি

তাদের দ্বারা করা ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতি। অযাচিত আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার দ্বারা করা ভুলের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছিল। কর্মচারীরা এবং নিয়োগকর্তারাও স্ফীত পারিশ্রমিকের ভুল নির্ধারণে নির্দোষ ছিলেন।

৩২. রফিক (হোয়াইটওয়াশার) (২য়) (উপরে) বলেননি যে কোনও কর্মচারী ওভারড্রয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়া তাঁর অঙ্গীকার লঙ্ঘন করতে পারে বা এই ধরনের অঙ্গীকার তাকে বাধ্য করে না। ওভারড্রয়ালের বিষয়ে কোনও অঙ্গীকার লঙ্ঘন করার জন্য এটি একটি লাইসেন্স হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

৩৩. বর্তমান মামলার তথ্যে, বেসরকারী উত্তরদাতার নির্দেশে একটি আমন্ত্রণ রয়েছে, বিকল্পের অনুশীলনে যে বেসরকারী উত্তরদাতা আরওপিএ ২০০৯-এর অধীনে সংশোধিত বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য ৩১শে মার্চ, ২০০৯-এ জমা দিয়েছিলেন। এই ধরনের লেখায় উপরে উল্লিখিত একটি অঙ্গীকারও রয়েছে। বেসরকারী উত্তরদাতা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এতটাই ছিল যে, সংশোধিত বেতন কাঠামোতে বেতন নির্ধারণের কোনও ভুল হলে তিনি অতিরিক্ত প্রত্যাহারের তথ্য তাঁর নজরে আনার সাথে সাথেই অর্থ ফেরত দেবেন।ব্যক্তিগত উত্তরদাতা স্বীকার করেন যে তিনি বিকল্প ফর্ম জমা দিয়েছেন

তারিখ ৩১শে মার্চ, ২০০৯ এবং তাতে নথিভুক্ত অঙ্গীকার।

৩৪. ব্যক্তিগত উত্তরদাতা অবশ্য বিতর্ক করেছেন যে তিনি ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের অফিস আদেশ পেয়েছেন যাতে বলা হয়েছে যে ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের তাঁর চিঠির বিষয়বস্তু ভুলভাবে স্থির করা হয়েছে বা জানা ছিল।

৩৫. ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দ্বারা ব্যবহৃত হলফনামায় তিনি ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের অফিস আদেশ পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন এবং ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের লেখায় স্বাক্ষর করেছেন।

৩৬. উপরে উল্লেখিত হিসাবে, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের লেখাটিতে বেসরকারী বিবাদীর স্বাক্ষর গ্রহণযোগ্য। দাবি হল যে বেসরকারী বিবাদী সেই চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত নন এবং তিনি চিঠিটি খালি থাকা অবস্থায় স্বাক্ষর করেছেন। এই বিষয়ে বেসরকারী বিবাদীর যুক্তির সাথে আমরা একমত হতে পারছি না। প্রথমত, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের নথিতে স্বাক্ষর গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত, বেসরকারী বিবাদী কিছু সময়ের জন্য সহকারী ক্যাশিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কাজ করেছেন। অতএব, তিনি কিছু সময়ের জন্য একজন পিয়নের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্বশীল পদের দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং,

অতএব, তিনি ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের একটি ফাঁকা নথিতে স্বাক্ষর করার পরিণতি বা নথির বিষয়বস্তু বুঝতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে, যেহেতু সংশ্লিষ্ট নথিতে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়েছে, তাই আমরা এই মতামত দিতে পারছি না যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে এই ধরনের চিঠির বিষয়বস্তুর জন্য দায়ী করা যাবে না।

৩৭. ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের চিঠিটি দ্বারা পরিমাপকৃত ওভারড্রয়াল ফেরত দেওয়ার একটি নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি।কর্তৃপক্ষের ৩রা ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের আদেশ।

৩৮. আমাদের দৃষ্টিতে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা রফিক মস্ত (হোয়াইটওয়াশার) (II) (উপরে) দ্বারা তালিকাবদ্ধ বিভাগগুলির মধ্যে পড়ে না কারণ অতিরিক্ত অঙ্কিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

৩৯. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল ৩রা অক্টোবর, ২০১২ তারিখের আদেশটি বাতিল করে এবং এর উপর নির্ভর করে ভুল করেছে।রফিক মাসিহ (হোয়াইটওয়াশার)-২ (উপরে) এর অনুপাত

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ওভারড্রয়ালের পরিমাণ সামঞ্জস্য করা যাবে না।

৪০. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করে দিচ্ছি।

৪১. খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই ২০১৬ সালের WP.ST 143 অনুমোদিত।

(বিচারপতি দেবাংশু বসাক)

৪২. আমি একমত।

(বিচারপতি মো. শব্বর রশিদি)

সিএইচসি/কৌশিক

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal